শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকম্ : ভক্তিমার্গ এবং সাধ্য সাধন তত্ত্ব

ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগৌরহরি - অর্থাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভু তার প্রকট কালীন সময়ে কোন ধর্মীয় পুঁথি পুস্তক রচনা করেন নি | তিনি শুধু আট টি শ্লোক প্রণয়ন করেছিলেন | এদেরকেই তাঁর রচিত বিখ্যাত শিক্ষাষ্টকম্ বলা হয় | এই আটটি শ্লোক থেকেই তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিমার্গ, ধর্মপথ, ভজনপ্রণালী এবং সাধ্য সাধন তত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় | শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে ভাবানুবাদ এবং তাৎপর্য সহ (অতি সংক্ষেপে) মূল শ্লোকগুলো নিচে উল্লেখ করা হল |

শ্লোক ১: ভগবানের নাম-কীর্তন মাহাত্ম্য:
চেতদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং ।
শ্রেয়কৌরবচন্দ্রিকাবিতরনং বিদ্যাবধুজীবনম ||
আনন্দম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজায়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম ||

শ্লোকের ভাবানুবাদ :
চিত্তরূপী দর্পণের পরিমার্জন কারী সংসার রূপ মহা দাবাগ্নি নির্ব্বানকারী জীবের পরম মঙ্গল রূপ কুমুদের জ্যোৎস্না বিতরণকারী, পরবিদ্যারূপিণী-বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, প্রতি পদে পূর্ণ-অমৃত আস্বাদনকারী, নিখিল বিশ্বের জীব-সমূহের শীতলকারী - অর্থাৎ সর্বাত্মার নির্মলতা এবং স্নিগ্ধ বিধানকারী অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হোক |

শ্লোকের তাৎপর্য : এই শ্লোকটির মাধ্যমে শ্রী গৌরহরি মূলত কৃষ্ণ নামের শক্তি এবং মাহাত্ম্যই মূলত তুলে ধরেছেন । চিত্তশুদ্ধি , হৃদয়ে ভক্তির উদয় এবং কৃষ্ণ প্রেমের অমৃত আস্বাদন করতে হলে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের নাম -গান , যশ-মহিমা ইত্যাদির উপর সর্বাত্মক গুরুত্ব দিতে হবে ।

সংকীর্তন হৈতে হবে পাপ সংসার নাশন ।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি-সাধন উদগম ।।
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মর্জ্জন ।।

শ্রীকৃষ্ণ নাম থেকে যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের নির্যাস মিলে সেকথা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সফরকালে স্বয়ং শ্রীমণ মহাপ্রভু একজন পরমভক্ত শ্রীল তপন মিশ্রকে বলেছিলেন |

শ্লোক ২: ভগবান এক অথচ নাম অনেক
নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি ।
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ ।।
এতাদৃশী তব কৃপা জগবমমাপি ।
দূরদইবমীদৃশমিহাজানি নানুরাগঃ ||

শ্লোকের ভাবানুবাদ: হে ভগবান ! তোমার শ্রীনামই জীবকে সবধরণের মঙ্গল প্রদান করেন | সেজন্য কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি রূপে তোমার বহুনাম প্রকট করেছ । প্রতিটি নামেই তুমি নিজের সর্বশক্তি অর্পণ করেছ। আবার এই নাম স্মরণের জন্য কোন নির্দিষ্ট কাল বা সময় এবং বিধি বা নিয়ম নিরুপন কর নাই | জীবের প্রতি তোমার এরূপ কৃপা - অর্থাৎ তোমার শ্রীনাম সুলভ করেছ । কিন্তু আমার এমন করুণ দশা যে অপরাধ বশত তোমার সুলভ শ্রীনাম গ্রহনেও আমার অনুরাগ সৃষ্টি

হলোনা | শ্লোকের তাৎপর্য : ভগবানের নাম অনেক l তাই সাধারণ ভাবে মনে হবে যে কোন নাম জপলেই হবে l কিন্তু ভগবান শ্রী চৈতন্য দেব বিভিন্ন নাম এর মধ্যে প্রধানত কৃষ্ণ এবং রাম নাম জপের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন | উপরোক্ত শ্লোকটির অনেকটা অপব্যাখ্যা করে অনেকেই আজকাল ভগবানের যেকোন নাম করার পক্ষেও মতামত প্রকাশ করছেন | এমনকি এর থেকে বৈষ্ণব নামধারীরা বাদ নেই | যেমন শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী (নবদ্বীপের সমাজবাড়ী) এবং বরাহনগরের পাটবাড়ীর বৈষ্ণবগণ পর্যন্ত হরেকৃষ্ণ মাহামন্ত্রের জপের বদলে "(ভজ) নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, (জপ) হরেকৃষ্ণ হরেরাম" বলে ধ্বনি দেন | অথচ শ্রীমন মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমৎ তপন মিশ্র প্রভুকে বলেছিলেন -

"শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ |
যেইজন কৃষ্ণ ভজে তাঁর মহাভাগ্য ||
সাধ্য-সাধন তত্ব যে কিছু সকল |
হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল ||
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে |
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ||
এই শ্লোক বলি লয় মহামন্ত্র |
ষোল অক্ষর বত্রিশ নাম এই তন্ত্র ||
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে |
সাধ্য-সাধন তত্ব জানিবা সেতবে ||"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্য ভাগবত - গ্রন্থে মহাপ্রভুর মুখে উচ্চারিত মহামন্ত্রের বিভিন্ন মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেছেন -

"গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও |
অন্যসব নাম মাহাত্ম্য সেই নামে পাও ||"

সুতরাং ভগবানের অনেক নাম এবং প্রতিটি নামে ভগবৎ- শক্তি একই রকম থাকলেও মহাপ্রভুই আবার নিজেই ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর বিশিষ্ট মহামন্ত্র জপ করাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলা যায় |

শ্লোক ৩: শ্রীনাম-সাধন প্রণালী
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরি ।।

শ্লোকের ভাবানুবাদ: যিনি তৃণ অপেক্ষা নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি বৃক্ষ থেকেও সহিষ্ণু হন, নিজে মানশুন্য হয়ে অপর লোককে সন্মান প্রদান করেন, একমাত্র তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী হতে পরেন |
শ্লোকের তাৎপর্য্য : যিনি উত্তম তিনি নিজেকে তৃনাধম মনে করেন | তিনি বৃক্ষের মতো দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন | বৃক্ষকে যদি কেউ কেটে ফেলে তাহলেও সে কিছু বলেনা বা প্রতিবাদ করে না | এমনকি শুকিয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হলেও জলের জন্য চিৎকার করেনা | তার কাছে যে ধরণের সম্পদ (যেমন ফল, ফুল ইত্যাদি) আছে তাই সে অবলীলাক্রমে মানুষকে দান করে | এমনকি গ্রীষ্মকালে বৃক্ষ মানুষকে সুশীতল ছায়া প্রদান করে | বিনিময়ে সে কিছুই চায় না বা প্রত্যাশা পর্য্যন্ত করে না |

"উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান |
জীবে সন্মান দিবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ||
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় |
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ||

এথেকে বোঝাযায় জীব মাত্রেই কৃষ্ণের নিত্য-দাস | একথা স্মরণ রেখে যিনি সকল জীবকে সন্মান দিতে সক্ষম হবেন এবং নিরভিবান সহকারে কৃষ্ণনাম জপতে সমর্থ একমাত্র তার কাছেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুর্লভ প্রেম অর্পণ করে থাকেন |

শ্লোক ৪: সাধকের কামনার বিষয় কি?
নধনং নজনং ন সুন্দরিং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে |
মম জন্মনি জন্মনিস্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ি ||

শ্লোকের ভাবানুবাদ: হে ভগবান, আমি ধন, জন, বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না | আমি কেবলমাত্র এই কামনা করি যে প্রতি জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি হয় |

শ্লোকের তাৎপর্য্য: যে মানুষ ভক্তিজীবন যাপন করতে চায় তাকে জড়জাগতিক মায়ার কবল থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে | ভগবানের মায়াকে এড়িয়ে নিজের সামর্থ্যে জীবের পক্ষে এককভাবে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব | একমাত্র ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেই তাঁর কৃপায় মায়ার হাত থেকে মুক্ত থেকে ভক্তিজীবন-যাপন করা সম্ভব | তাই জীবের উচিত -
"ধনজন নাহি মাগি কবিতা সুন্দরী |
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ||"

জীবের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তি অর্জন | তবে এরূপ ভক্তি অর্জন করতে হলে কৃষ্ণ ভক্তি একান্তই প্রয়োজন |

শ্লোক ৫: সাধকের বাস্তব স্বরূপ হল দাস্যভাব
অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করংপতিতং মাং বিষয়ে ভবাম্বুধৌ |
কৃপয়াতব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ||

শ্লোকের ভাবানুবাদ :
হে নন্দের-নন্দন, আমি তোমার নিত্যদাস হলেও কর্মবিপাকে পড়ে ভয়ঙ্কর সংসার সমুদ্রে পতিত হয়েছি | তুমি কৃপাকরে আমাকে তোমার পাদপদ্মে-স্থিত ধূলি সদৃশ চিন্তা কর |

শ্লোকের তাৎপর্য্য : মানুষ কৃষ্ণের নিত্যদাস হলেও কর্ম বিপাকে পড়ে মায়ার দাস হয়ে পড়ে | এভাবে সে সংসার-জালে আবদ্ধ হয়ে ক্রমশঃ হাবুডুবু খেতে থাকে | নিজে মাঝে-মধ্যে এই মায়ার হাত থেকে বাঁচতে চাইলেও পারে না | একমাত্র ভগবানের কৃপা হলেই - অর্থাৎ ভগবানের কাছে আত্মসমর্পন করলেই সে মায়ার হাত থেকে মুক্ত হতে পারে | শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এই ভগবান বলেছেন-

"দৈবীহেস্যা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া |
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে ||"

অর্থাৎ-
"তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাসরিয়া |
পরিয়াছো ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া ||
কৃপাকরি কর মোরে পদধূলি সম |
তোমার সেবক করো তোমার সেবন ||"

সুতরাং দেখা যায় একমাত্র ভগবানের কৃপা হলেই জীবের পক্ষে এই মায়াময় সংসারের মোহ ছিন্ন করে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হওয়া সম্ভব |

শ্লোক ৬: সিদ্ধিলাভের বাহ্য লক্ষণ সমূহ - প্রেমভক্তি :
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদ-রুদ্ধয়া গিরা |
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদাতব নাম গ্রহনে ভবিষ্যতি ।।

শ্লোকের ভাবানুবাদ: হে নাথ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার দুইনয়ন থেকে অবিরত অশ্রু বর্ষিত হবে? কথা বলার সময় গলায় গদগদ স্বর নির্গত হবে এবং এই সময় আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে?

শ্লোকের তাৎপর্য্য : শুদ্ধ কোন ভক্ত যখন ভগবানের নামকীর্তন করে অথবা স্মরণ করে তখন তিনি মনের আনন্দ-সাগরে অবগাহন করেন | তখন তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হয় | কারণ কৃষ্ণ বা ভগবৎ প্রেমে তিনি তখন বিহ্বল হয়ে যান | "হাসে, কান্দে, নাচে, গায়" - যেন এরূপ অবস্থা | অনেক সময় এই প্রক্রিয়ায় তার সর্ব অঙ্গ কাঁপতে থাকে | সর্বত্র তাঁর কাছে কৃষ্ণ-স্ফূর্তি হয় - অর্থাৎ সব কিছুতেই তিনি ভগবানকে দর্শন করতে আরম্ভ করেন | অনেক সময় এই প্রক্রিয়ায় তিনি বাহ্যদশা থেকে অন্তর্দশায় উপনীত হতে পারেন |

অন্য কথায় বলা যায়-
"অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয় |
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু; বিহ্বল সে হয় ||
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় |
আউলায় সর্ব-অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ||"

শ্লোক ৭: সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ সমূহ - ভগবৎ বিরহে ব্যাকুলতা:
যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবসোয়িতম |
শুন্যযিতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ।।

শ্লোকের ভাবানুবাদ: হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার নিমেষ সমূহ যুগবৎ বোধ হচ্ছে | দুই চোখ মেঘের মতো অশ্রুবর্ষণ করছে এবং সমস্ত জগৎ শুন্যপ্রায় মনে হচ্ছে |

শ্লোকের তাৎপর্য্য: ভক্ত সবসময়ই ভগবানের সেবার পাশাপাশি তাঁকে দর্শন করতে আগ্রহী হয় | কিন্তু যখন ভগবানের দর্শনলাভ নিমেষের জন্যও না হয় তখন ঐ সময়কে তার কাছে যুগের সমান মনে হয় | ভক্ত অবিরতভাবে ভগবানকে দর্শন করবার জন্য ব্যাকুল থাকে | এই প্রক্রিয়ায় কোন কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে ভক্তের চোখ থেকে অবিরত অশ্রু বর্ষণ হতে থাকে এবং তার কাছে সমস্ত জগৎ শুন্য বলে মনে হয় |

অন্য কথায় বলা যায়-
"উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম|
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রুবর্ষে নয়ন||
গোবিন্দ বিরহে শুন্য হইল ত্রিভুবন|
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন||"

শ্লোক ৮: সিদ্ধির নিষ্ঠা কিরূপ হবে - গোপীপ্রেম:
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মমতাং করতো বা |
যদাতথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রনিনাথস্তু সব নাএব নাপর ।।

শ্লোকের ভাবানুবাদ : এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্বক পেষণ করুণ, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষের ন্যায় আমার সঙ্গে যেরকম আচরণই করুণ না কেন, তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ |

শ্লোকের তাৎপর্য্য : এই শ্লোকটিকে মূলত গোপীপ্রেম এর বৈশিষ্টসমূহ তুলে ধরা হয়েছে | বৈষ্ণব ধর্ম অনুযায়ী কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ | আর সবাই প্রকৃতি | এই গোপীপ্রেমের স্বরূপ নীচের বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে -

“আমি কৃষ্ণপদদাসী তেহোঁরস সুখরাশি
আলিঙ্গনে করে অত্মসাৎ|
কিবা না দেন দরশন জারেন আমার তনুমন
তবু তেহোঁ মোর প্রাণনাথ ||
সখিহে শুনমোর মনের নিশ্চয় |
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মোরে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ, অন্য নয় ||
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনুমণ
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া |
তা সবারে দেন পীড়া আমা সনে করি ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া ||
তবু তেহোঁ মোর প্রাণনাথ ||
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য |
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্ষ ||
মন মোর ব্যাঞ্চে কৃষ্ণ তাঁর রূপে সতৃষ্ণ
তাঁরে না পাইয়া কাঁহে হয় দুঃখী |
মুই তাঁর পায়ে পড়ি লইয়া যাও হাতে ধরি
ক্রীড়া করায়া তাঁরে করো সুখী ||”

উপরোক্ত শিক্ষাষ্টক সমূহে যে সুমহান আদর্শের রেখাপাত তুলে ধরা হয়েছে শ্রীমন মহাপ্রভুর জীবন তারই সুচিন্তিত আলেখ্য - জীবন্ত মূর্তি - একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়|